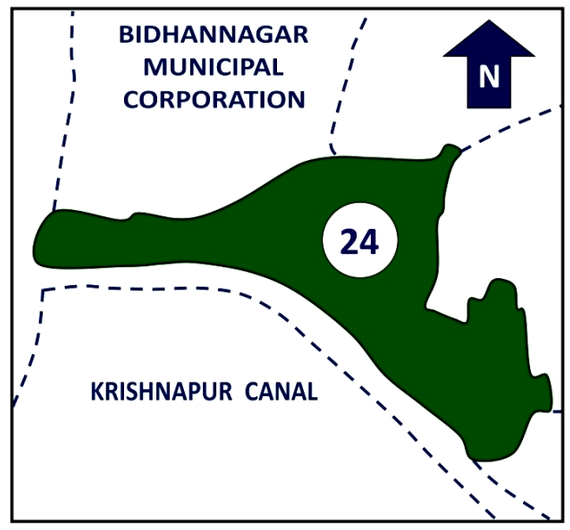

প্রথম বর্ষ , একাদশ সংখ্যা , জানুয়ারি ২০২৩ , পৌষ - মাঘ , ১৪২৯

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিনে ২৪ নং ওয়ার্ডের শিশুদের হাতে কেক, বয়স্কদের হাতে ফল তুলে দিয়ে এবং প্রবীণ নাগরিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রী মনীষ মুখার্জী ।

“সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল”

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, নেতাজির জন্মদিবসে, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হল দিবারাত্রব্যাপী ফাটাফাটি ফুটবল প্রতিযোগিতা।

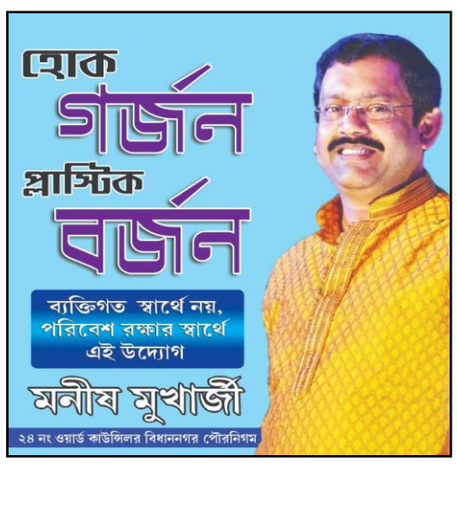

সম্পাদকীয় কলমে

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

"সবাই কেন এরকম নয়" ????? - রাজনীতি একটি জটিল শব্দ তাঁদের কাছে, যাঁরা নিজেরা জটিল। আবার খুবই সোজা তাঁদের কাছে - যাঁরা বোঝেন রাজনীতি মানে। সেই সোজা, সহজ, সরল মানুষটি হলো আমার প্রিয়বন্ধু মনীষ মুখার্জী। সে জানে রাজনীতির মানে, সে জানে বন্ধুত্বের মানে,এবং সে জানে জীবনে ত্যাগের মাধ্যমে রাজনীতিকে কি ভাবে সম্মান জানাতে হয়। সাথে মাতৃভক্তি। যেটা আমি সর্বদা উপলব্ধি করি। যেটা মনীষও করে। দেখেছি ওঁকে এগোতে, দেখিনি কখনো থামতে। থেমে যায় সে, যে হার মানে জীবনের কাছে। কিন্তু মনীষ নিজেই একটা গোটা জীবন। জীবন কি করে থামবে জীবনের কাছে। তাই ও এগিয়ে ছিল, এগিয়ে যাবে। যে মানুষটা অসহায় মানুষের জন্যে নিজের সম্পত্তিও বেচে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা, তাঁকে থামায় কার সাধ্যি। এইরকম সামাজিক রাজনীতিবিদ দরকার এই সমাজে। মনীষ যদি পারে সবাই কেন পারবে না। ওঁর সাধারন জীবনযাপন আমায় আকৃষ্ট করে। সেই সময় মনে হয় যদি এই মানুষটার প্রসারক হয়ে সমাজের কাছে সামাজিকতার বার্তা দিই এতে বহু মানুষ উপকৃত হবে। স্বামীজি থেকে রামকৃষ্ণ এই প্রসারকের কাজ কিভাবে করতে হয়, শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

যেমন অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শেষ জীবনে সুখ, শ্রদ্ধা, ভালবাসার সংমিশ্রনে প্রতি মাসে খাদ্যসামগ্রী সহ রেশনব্যবস্থার উদ্যোগে মনীষ মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প চালু করেছে। শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ, এক সুন্দর সমাজ গড়ার, এক সুন্দর ২৪ নং ওয়ার্ডকে গড়ার। তাই মনীষ শুরু করেছে বিদ্যাসাগর প্রকল্প। একটা ঘটনা বলি, কোনও একদিন আমরা দুজনে একান্তে কথা বলছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন ওঁর কাছে এসে তাঁর সন্তানের কলেজে ভর্তির জন্যে টাকার কথা বললো এবং টাকার অঙ্কটা খুবই বড়ো। আমি অবাক হয়ে গেলাম, মনীষ কোনও কিছু না ভেবে তাঁকে কথা দিলো যে, তাঁর পাশে ও আছে। সে চলে যাওয়ার পর আমি ওঁকে প্রশ্ন করলাম? তুমি দুবারও ভাবলে না? একবারেই হ্যাঁ করে দিলে? কারন কি? উত্তর এলো, "লোকটি আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। ওঁর অবস্থা আজ খারাপ। কাল হয়তো ভাল হবে। আমি জানি ওঁর ছেলে প্রতিভাবান। কিন্তু ছেলেটির সুন্দর ভবিষ্যৎ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করবে না এবং তুমি দেখবে এই ছেলেটিই একদিন সমাজ উন্নয়নের প্রসারে তোমাদেরই সহযোগিতা করবে। আমি চাইনা কোনও পিতা তাঁর সন্তানের কাছে হেরে যাক। একজন বাবার এতো দিনের সাধনা বিফলে যাক। তাই আজ বন্ধুটিকে জিতিয়ে দিয়ে আমি নিজের কাছে নিজে জিতলাম, নিজের কর্তব্যের প্রজানীতির কাছে জিতলাম।

"মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প," বিদ্যাসাগর প্রকল্প",এবং "মা মমতা প্রকল্পে"র মতো তিন তিনটে বড়ো কাজ প্রতিমাসে করে। আর কোনও দিন যদি কেউ প্রমান দিতে পারেন যে, মনীষ অবৈধ অর্থ উপার্জন করে সমাজের কাজ করে নিজের নাম ফাটায়। আমি এবং আমরা কথা দিচ্ছি যে, মনীষ সেইদিন থেকে রাজনীতি ছেড়ে দেবে এবং আইনের কাছে নিজেকে সঁপে দেবে। এতো বড়ো কথা ওঁর পক্ষ থেকে আমি বললাম। সত্যিই একজন প্রকৃত সৎ মানুষ মনীষ।

গত বছর যখন মনীষ মনোনয়ন পেয়েছিল এই ওয়ার্ডের সেবা করার দায়িত্ব পেয়ে। মানুষের ঢল ওইদিনই নেমে গিয়েছিল ওঁর বাড়িতে। মনীষ সেই দিনের ওঁর প্রতি মানুষের আশা, ভরসা, বিশ্বাস, ভালবাসার প্রতিটি বিন্দুকে মনে রেখেছে। মনীষ যা উন্নয়নের কাজ করে চলেছে, তা মনে হয় অন্য পৌরপ্রতিনিধিদের পাঁচ বছরের কাজ।

প্রসার চাই প্রসার। কর্মের প্রসার, সমাজের মানুষের সেবার প্রসার। সাথে জনসংযোগ। মনীষের যা কর্মগুণ ও কর্মকুশলতা তাতে ও বিধায়ক বা সাংসদ হবার যোগ্যতা রাখে। নিদেন পক্ষে পৌরসভার মেয়র। কারণ সেই মানুষই যোগ্যতাসম্পন্ন মর্যাদা পায়, যে মানুষের জন্যেই নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় মানুষেরই কল্যানহেতু। ওঁর অজানা দিক এটাই।

মনীষ অনেকটা নারকোলের মতোন। ওপরে মনে হয় খুবই কঠোর বা স্পষ্টবাদী। কিন্তু ভিতরে ও খুবই নরম ও আবেগপূর্ণ মানুষ। এটা যেমন ওঁর জীবনে ইতিবাচক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিপদবাচকও বটে। কেননা কিছু মানুষ আছে, যাঁরা ওঁর এই সুন্দর মনের সুযোগ নিয়ে অপব্যবহার করে। বিশ্বাসঘাতকতা করে ওঁর সাথে। কিন্তু মনীষ এতেও বিচলিত হয় না। ও জানে এগোতে, জানে না থামতে। সমাজের প্রতিটি জনপ্রতিনিধি যদি ওঁর মতো হতো তাহলে সুন্দর একটি সমাজ আমরা উপহার পেতাম।

জীবন প্রবাহমান। সে যেমন সদাসর্বদা এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনিই মনীষেরও কর্মের জয়রথ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের সমাজ কুরুক্ষেত্রের ময়দানে জয়ের জন্যে। আমাদের সেইদিন দেখতে হবে, যেদিন মনীষ পাবে তাঁর যোগ্য উচ্চাসন। সেইদিনই আমরা হবো শান্ত, হবো ক্ষান্ত। সত্য সর্বদা মাথা উঁচু করে নিজের সম্মানকে কায়েম রাখুক এই রাজনীতির আঙিনায়। সাথে বন্ধু মনীষের জন্যে শুভকামনা, ভালবাসা এবং পৌরপিতা হিসাবে ওঁর প্রতি থাকলো গভীর শ্রদ্ধা।

পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর কলমে

“ আমার কথা ”

ভালো মন্দ কিছু স্মৃতির মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেলো ২০২২ সাল। ২০২২ সালকে বিদায় জানিয়ে বর্ষবরণে মেতে উঠেছে বাঙালি। বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে উদযাপন করছে। আমার তরফ থেকে আপনাদের সকলের জন্য রইলো ২০২৩ এর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা। এই নতুন বছরে আপনাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্য নিয়ে আসুক। সেই সাথে এই ওয়ার্ডের উন্নয়নের ধারা যেন আমি বজায় রাখতে পারি সেই আশা রাখি। অনেক কাজ বাকি। ২০২৩ আমার কাছে আরো একটা পরীক্ষার বছর। এই বছরে প্রমান করে দিতে হবে আমাকে যে, আমরা সহ সকলে বিজয়ীর হাসি হাসবো উন্নয়নের ধারাপথের সরণীতে।

নতুন বছর নিয়ে আশাবাদী হতে বলেছেন এমারসন। তাঁর ভাষায়, ‘আজ বছরের একটি দিন। আপনি এটি ভালোভাবে ও নির্মলভাবে শুরু করুন। পুরোনো বাজে অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারলে সামনে এগিয়ে যাবেন।’ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক’ - দ্বেষ-হিংসা-লোভে জর্জরিত নববর্ষে এর চেয়ে শুভ কামনা আর কী হতে পারে? নতুন বছর নিয়ে শত্রু-মিত্র সবার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় উক্তি -

‘বন্ধু হও শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো, পুরাতন বরষের সাথে, পুরাতন অপরাধ যত।’

নতুন বছরের আগমনে ক্লান্তি দুর হয়ে, জীবন হোক সুন্দর, অতীত যাও ভুলে। সবাই যেন এগিয়ে যায় নতুন বছরের নতুন জীবনের পথে। এই কামনা করি পরমপিতার কাছে।

(. . . . . ক্রমশঃ)

- আমি এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১৯৮৫ সাল থেকে বসবাস করছি। কিন্তু একথা বলতে দ্বিধা নেই এযাবৎকাল পর্যন্ত আমরা এরকম ভালো এবং কর্মনিষ্ঠ কাউন্সিলার আগে পাইনি। আমি ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি, যাতে উনি এইভাবে মানুষের কাজ করতে পারেন। *- সুকেশ দাস [BD - 159]*

- মনীষের কর্মের কোন তুলনা নেই, ও খুব ভালো কাজ করছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখা যায় ওর Health এর ছেলেরা, Conservancy এর ছেলেরা কাজ করছে। এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না। কাউন্সিলর হিসাবে ওই ১ নম্বর। *- দিলীপ মল্লিক [Calcutta Builders]*

- মনীষ মুখার্জী মানুষ হিসাবে খুবই ভালো। একজন পৌরপিতা হওয়ার জন্য যেসমস্ত গুণ থাকা দরকার, তার সব গুণই ওনার মধ্যে রয়েছে। ওনার ব্যবহার ভীষণ ভালো। সাধারণ মানুষের সাথে সবসময় হাসিমুখে কথা বলেন। যে কোন মানুষের বিপদে পাশে এসে দাঁড়ান। ওনার পৌর কর্মীরা দায়সারাভাবে নয়, প্রতিদিন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এলাকায় কাজ করেন। *- রেখা নন্দী [BC - 80/1]*

- আমি প্রায় ৩৪-৩৫ বছর ধরে এখানে আছি। অপূর্ব কাজ হচ্ছে, কাজে কোন গাফিলতি নেই। Health ও Conservancy এর ছেলেদের ব্যবহারও খুব ভালো। বলার আগেই সব কাজ হয়ে যায়। কোন অভিযোগ নেই। মনীষ আগামী দিনে আরো ভালো কাজ করুক এই আশীর্বাদ করি। *- হেমন্ত পোদ্দার [BD - 204]*

- মনীষদা এখানে আসার পর থেকে কাজ খুব ভালো হচ্ছে। স্টাফদের ব্যবহার খুব ভালো। নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে ওনারা মশার ওষুধ দিতে আসেন। রাস্তাঘাট, নালা- নর্দমা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন সবসময়। প্রত্যেকের ব্যবহারও খুব ভালো। *- হেমন্ত পোদ্দার [Castle Apartment, AD - 126]*

বিজন আলোয়

স্নায়ুষ মুখার্জী

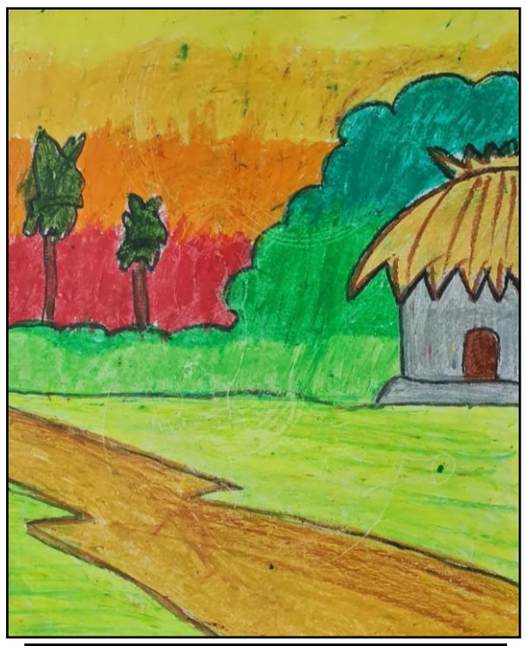

ইশা সিং

অদ্রিজা মন্ডল

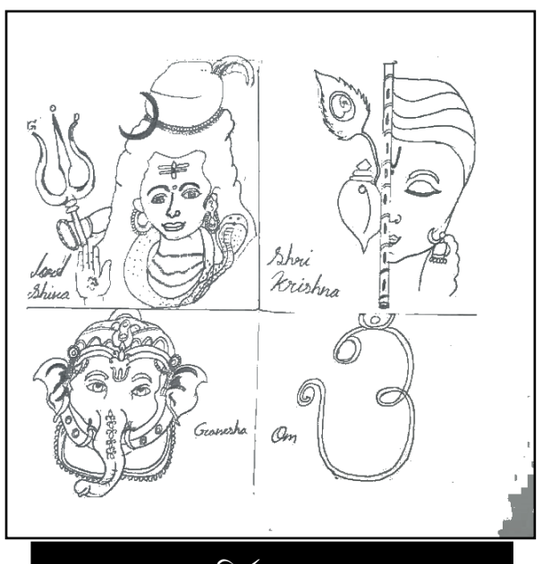

জ্যোতির্ময় মজুমদার

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর কড়া নজরদারিতে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অবহেলিত জনবহুল রাস্তায়, ঢাকা নর্দমাসহ রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে বরোদা ব্যাঙ্কের গলি থেকে নোনাপুকুর এবং ৮ নং খালপাড় অঞ্চলে।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলে রোটেশন পদ্ধতিতে মশার তেল দেওয়ার কাজ করেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

পৌরপিতার পরিচালনায়, গোপালদা ও শঙ্করদার নজরদারিতে চলছে নর্দমা সাফাই এবং নিকাশী পাইপের মুখে আটকে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ।

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর নির্দেশে প্রতিদিন ২৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর কাজ করেন কনজারভেন্সির স্টাফেরা।

পৌরপিতার কড়া নির্দেশে ২৪ নং ওয়ার্ড জুড়ে প্রতিদিন চলে প্লাস্টিক ক্যারিবাগ ও থার্মোকল ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান এবং প্রয়োজনে ধার্য্য করা হয় জরিমানাও।

২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা - যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাইবোনেরা ফুটপাথে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনোরকম ব্যবসায়িক জিনিষপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার ওপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলে সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাথ অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনোরকম ব্যবসায়িক জিনিষপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব । এছাড়াও পূজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পূজা কমিটিগুলিকে জানানো হচ্ছে যে তাঁরাও যেন কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহার না করেন । অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের কাছে অনুরোধ - আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে 98744 21441 / 96749 66239 / 98743 36030 এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নং ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌরনিগম

জাগো ২৪

৪ প্রথম বর্ষ , একাদশ সংখ্যা , জানুয়ারি ২০২৩ , পৌষ - মাঘ , ১৪২৯

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, বিধাননগর পৌরনিগমের পরিচালনায়, ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় গত ২৩শে ডিসেম্বর আয়োজিত হল দুয়ারে সরকার প্রকল্পের ক্যাম্প।

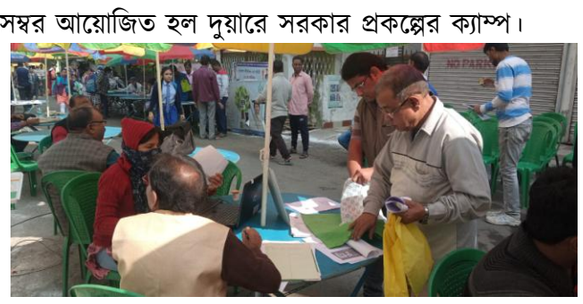

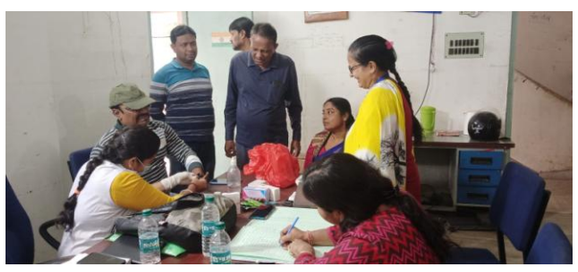

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্ড জুড়ে চলছে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের, পচনশীল ও অপচনশীল ময়লা ফেলার বালতি দেওয়ার কাজ।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জী বছরের প্রথমদিনে তাঁর স্টাফদের হাতে ভালোবাসার উপহার স্বরূপ শীতের কম্বল এবং কেকের বাক্স তুলে দিচ্ছেন।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দেন।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী দাদার রসনা তৃপ্তির প্রয়াসে, ২০ শে জানুয়ারি, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আয়োজিত হল বাঙালির ঐতিহ্য, পিঠেপুলি উৎসব।
২৪ নং ওয়ার্ডের মা-বোনেরা নিজেদের হাতে তৈরি হরেকরকম পিঠে, পাটিসাপটা, দুধপুলি, চিতই পিঠের আস্বাদ গ্রহণ করলেন পৌরপিতাসহ সকলে।

১২ ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মুখার্জি মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সূচনা করলেন, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং ক্যারাম প্রতিযোগিতার।

-: সম্পাদক :-
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

-: কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ :-
শ্রী সুদীপ্ত সেন

-: দূরভাষ :-
87770 98458 / 98303 11696

-: হোয়াটস্ অ্যাপ :-
98317 65251 / 98303 11696

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া, কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে)